মাঠে - ময়দানে

কোচ বললে খেলতে রাজি এনরিকে এস্কুয়েদা

স্টাফ রিপোর্টার: একশো শতাংশ ম্যাচ ফিট যে তিনি নন তাঁর ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন এনরিকে এস্কুয়েদা। তবে পাশাপাশি জানান, কোচ চাইলে ডার্বিতে খেলতেই পারেন তিনি। সোমবার সকালেই মেক্সিকো থেকে কলকাতায় পা রাখলেন ইস্টবেঙ্গলের স্ট্রাইকার। পাঁজরের চোট সারাতে দেশে ফিরেছিলেন। ডার্বির ছ'দিন আগে শহরে পা দিয়ে লাল-হলুদ স্ট্রাইকার জানিয়েছেন, তিনি চোটমুক্ত। ডার্বি ম্যাচে প্রথম জয় গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন। তবে এবার ম্যাচ খেলার বিষয়টি ছাড়তে চান কোচের উপর। এনরিকে জানালেন, ইস্টবেঙ্গল কোচ আলেয়ান্দ্রো মেনেনদেস গার্সিয়ার সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। তিনি জানালেন, চোট সারিয়ে ফিট হওয়ার জন্য দু'বেলা অনুশীলন করেছেন মেক্সিকোতে। তবে বল নিয়ে মাঠে নামেননি। পুরো সময়টাই কাটিয়েছেন পরিবারের সঙ্গে। আই লিগে দলের খেলা না দেখলেও, খবর রেখেছেন। জবি জাস্টিন যে ভাল ফর্মে তা তিনি জানেন। অন্য সকলের মতো এনরিকেও বিশ্বাস করেন জাতীয় দলে ডাক পাওয়া উচিত জবির। আই লিগের খেতাবি দৌড়ে থাকতে হলে ডার্বিতে তিন পয়েন্ট জরুরি। আজ থেকে ডার্বির প্রস্তুতি শুরু করবে ইস্টবেঙ্গল। মাঝের সময়ে প্রতিপক্ষ মোহনবাগানে কোচ বদল হয়েছে। চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছেন সনি নর্ডি। শহরে পা দিয়ে এনরিকে বলেছেন, মোহনবাগান শক্তিশালী দল হলেও আমরা এগিয়ে থেকে মাঠে নামব। পয়েন্ট টেবলে চেন্নাই এগিয়ে থাকলেও লিগ এখনও যে কোনও দল জিততে পারে। চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার আগে তিনটে গোল করেছিলেন এনরিকে। এবার ফের মাঠে ফেরার লড়াইটা শুরু করতে চান। একই সঙ্গে গোল করার অভ্যাসটাও গড়ে তুলতে চান এনরিকে।

বিপাকে হার্দিক পান্ডিয়া, মুখ ফিরিয়ে নিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও

মুম্বই, ২১ জানুয়ারি: আরও বিপাকে হার্দিক পান্ডিয়া। বিতর্কের কালো মেঘ কোনওভাবেই সরছে না তাঁর মাথা থেকে। বরং আরও ঘন হচ্ছে বিপদের আশঙ্কা। জাতীয় দলে ড্রেসিং রুমে দরজা তাঁর জন্য আপাতত বন্ধ। এবার মুখ ফিরিয়ে নিল তাঁর আইপিএলের দল মুম্বই ইন্ডিয়ান্সও। পরিচালক করণ জোহরের রিয়ালিটি টক শো 'কফি উইথ করণ'-এ লোকেশ রাহুলের সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন হার্দিক। যেখানে করণের এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, নাইট ক্লাবে মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার আগে তাঁদের নাম জানার প্রয়োজন মনে করতেন না। একই মেসেজ সব মহিলাদের পাঠাতেন। এমনকী প্রথমবার মিলনের পর সেকথা নিজের মাকে এসে জানিয়েছিলেন। বাদ যাননি রাহুলও। মহিলাদের নিয়ে তিনি আপত্তিকর এবং অপমানজনক মন্তব্য করেন। যার জেরে তাদের অনির্দিষ্টকালের সাসপেন্ড করে বিসিসিআই। অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝপথ থেকেই দু'জনকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এমনকী হার্দিকের মুম্বইয়ের জিমখানার সদস্যপদও কেড়ে নেওয়া হয়। গোটা বিষয়ঠি তদন্ত করে বিসিসিআই যতক্ষণ না কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, ততক্ষণ ঝুলেই থাকছে ভারতীয় অলরাউন্ডারের ভবিষ্যৎ। এমন অবস্থায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অবস্থানে আরও অসহায় হার্দিক। আগে শোনা গিয়েছিল, হার্দিককে নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে দ্রুত সিদ্ধান্ত জানানোর অনুরোধ করেছে নীতা আম্বানির ফ্রাঞ্চাইজি। কিন্তু রিলায়েন্সের সিইও সুন্দর রমন সে খবর সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, হার্দিকের বিষয়ে বিসিসিআইকে কোনওরকম অনুরোধ করা হয়নি। এ নিয়ে ফ্রাঞ্চাইজির কোনও মাথাব্যাথা নেই। অর্থাৎ আকারে ইঙ্গিতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কর্তারা যেন বুঝিয়ে দিলেন, হার্দিক ছাড়াও দল নামাতে প্রস্তুত তাঁরা। ২০১৫ সাল থেকে রোহিত শর্মার দলে খেলছেন পান্ডিয়া। কিন্তু আসন্ন আইপিএলে তাঁকে দেখা যাবে কি না, এ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েই গেল। অন্যদিকে, প্রীতি জিন্টার কিংস ইলেভেন পাঞ্জাবে খেলেন লোকেশ রাহুল। সেই দলের কর্তাদের মুখেও কুলুপ।

আই লিগে যে কোনও দল জিততে পারে : খালিদ জামিল

স্টাফ রিপোর্টার: চেন্নাই সিটি এফসি পয়েন্ট টেবলে সবার উপরে রয়েছে। তবে চেন্নাই আই লিগ খেতাব পকেটে পুরে ফেলেছে বলে মনে করেন না মোহনবাগান কোচ খালিদ জামিল। একদিন ছুটির পর অনুশীলনে নামেন মোহনবাগান খেলোয়াড়রা। ডার্বির আগে দলের যাবতীয় খামতি মিটিয়ে ফেলাই সবুজ-মেরুন কোচের উদ্দেশ্য। ডার্বিতে সাফল্য পেলেই খেতাবি দৌড়ে দল চলে আসবে বলে মনে করছেন সবুজ-মেরুন ফুটবলাররা। তাঁদের কথায় সুর খালিদ জামিলের গলায়। মোহনবাগান কোচ বলছেন, এখন প্রতিটি দলের সামনেই একাধিক ম্যাচ বাকি রয়েছে। তাই পয়েন্ট টেবলে ওঠা নামা চলতেই থাকবে। আই লিগ জয়ের অভিজ্ঞতার নিরিখে খালিদ জামিল মনে করেন, আই লিগ খেতাবি দৌড় এখন সকলের জন্য খোলা। যে কোনও দলই জিততে পারে। তবে আপাতত পাখির চোখ ডার্বি ম্যাচ। অনুশীলন তিনি কার্যত পর্দার আড়ালে করতে চেয়েছেন। দলের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি যাতে না থাকে তার জন্য প্রায় ঘন্টা দুয়েক অনুশীলন করান খালিদ। ফুটবলারদের মধ্যে বোঝাপড়া গড়ে তোলা সেটপিস কাজে লাগানোর চেষ্টাও চলল একই সঙ্গে। খালিদ দায়িত্ব নেওয়ার পরে মোহনবাগান ডিফেন্সে গোল হজম করেনি।

পরপর দুটো ম্যাচে জয় এসেছে, যা সবুজ-মেরুনকে প্রথম পাঁচে তুলে এনেছে। খালিদ জামিল এবার লক্ষ্যটা বড় করতে চান। তারই সূত্র ধরে ডার্বিতে যে কোনও মূল্যে জয়ের ভাবনাও ফুটবলারদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার জন্য তৈরি ওমর হুসেইনি ও ইউটা কিনিওয়াকি। তবে মিশরিয়ান ও জাপানি মিডফিল্ডারকে আরও সময় দিতে চান মোহনবাগান কোচ। সেজন্য আরও দু'দিন পর পুরোদমে এই দুই ফুটবলারকে বল নিয়ে নামাতে চান। পরিকল্পনায় রয়েছে চোট সারিয়ে ওঠা পিন্টুও। এদিন পুরোদমে ম্যাচ প্র্যাকটিস সারলেন কলকাতা লিগের ডার্বিতে গোল করা পিন্টু। তবে গত দুই ম্যাচে রক্ষণ, মাঝমাঠ জমাট করে এক স্ট্রাইকারে খেলার ছক অনুশীলনেও ধরে রেখেছিলেন। কখনও সামনে হেনরি, কখনও ডিকা। হেনরি দর্শনীয় গোল করলেন। সতীর্থরা হাততালি দিলেন। সব মিলিয়ে বাগানে একটা ফিল গুড পরিবেশ। পাশের মাঠে অনুশীলন করছিলেন এটিকে ফুটবলাররা। প্রীতম, প্রণয়, বলবন্ত, রিখিরা চলে এসেছিলেন সনিদের সঙ্গে দেখা করতে। দু'দলের ফুটবলারদের মনে কৌতূহল আগামী মরশুমে আইএসএল নিয়ে। মোহনবাগান-এটিকে মিশে যেতে পারে, এটাই এখন আলোচনার বিষয়। প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলকে শক্তিশালী দল বলেছেন। খালিদ বা ফুটবলারদের অবশ্য ফোকাস শুধু ২৭ জানুয়ারি ডার্বি। বাড়তি তাগিদ সনির মধ্যে। বাড়তি অনুশীলনে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। বক্সের বাইরে থেকে ফ্রিকিক প্র্যাকটিস করলেন অনেকক্ষণ। খালিদ আলাদা করে কথাও বলেন সনির সঙ্গে। সনি বলেন, এবারের ডার্বি স্পেশাল কিছু নয়। বাকি সাতটা ম্যাচই ফাইনাল। তার প্রথম ফাইনালটা ২৭ তারিখ। খালিদ বলেন, ইস্টবেঙ্গল যে রবিবার সহজ প্রশ্নপত্র উপহার দেবে না জানেন। তাই খেতাবের ভাবনার পাশাপাশি ডার্বি জয়ের প্রস্তুতিতে খালিদ জামিল ও তাঁর মোহনবাগান।

বিরাটদের কড়া চ্যালেঞ্জ জানাতে মরিয়া কিউয়িরা

নেপিয়ার , ২১ জানুয়ারি: ঐতিহাসিক অজি সফর শেষ করে বিরাট অ্যান্ড কোংয়ের পরবর্তী মিশন কিউয়ি বধ। সেই লক্ষ্য নিয়ে সোমবার প্রথম একদিনের ম্যাচ খেলতে নেপিয়ার পৌঁছাল ধোনি-বিরাট কোহলিরা। আইসিসির ওডিআই র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত দাঁড়িয়ে দুই নম্বরে এবং নিউজিল্যান্ডের র‍্যাঙ্ক তিন। শুধুমাত্র র‍্যাঙ্কিয়ের ভিত্তিতে নয়, দুটি দলের সাম্প্রতিক ফর্ম তাঁদের হয়ে কথা বলছে। ভারত অস্ট্রেলিয়াকে ওডিআই সিরিজে হারিয়েছে এবং কিউয়িরা ঘরের মাঠে শ্রীলঙ্কাকে ব্রাউনওয়াশ করে স্বাভাবিকভাবেই দু-দলের আত্মবিশ্বাস আকাশছোঁয়া। ২০১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের বাকি আর মাত্র চার মাস। তাঁর পূর্বেই দু-দলের কাছেই আসন্ন ওয়ান ডে সিরিজ সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, ভারতের বিশ্বকাপের আগে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ এই নিউজিল্যান্ডই। ধারে-ভারে এই কিউয়ি দলের শক্তি ভারতের সমান, সোজা ভাষায় বলতে গেলে এইমুহূর্তে একদিনের ক্রিকেটে ফর্ম্যাটে ভারতকে চোখে চোখ রেখে টক্কর দিতে পারে একমাত্র কেন উইলিয়ামসনের দল, তার উপর হোম অ্যাডভান্টেজ। দ্বিতীয়ত, বিশ্বকাপ হবে ইংল্যান্ডে, আর ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়ার বেশ মিল রয়েছে , বাইশ গজও প্রায় সিমিলার এবং বিভিন্ন দিক থেকে হাওয়া বয় মাঠের চারদিকে ইংল্যান্ডের মতই। নিউজিল্যান্ডের ক্ষেত্রে বিশ্বকাপের আগে দলকে আরও ভালোভাবে গুছিয়ে নেওয়ার মোক্ষম সুযোগ ভারতের বিরুদ্ধে। যদিও কিউয়িদের ভারত সফরের পর বাংলাদেশের সঙ্গে সিরিজ থাকলেও বাংলাদেশ ভারতের মত শক্তিশালী দল নয়। সিরিজ শুরু আগে ভারতের শিবিরের বড় চ্যালেঞ্জ কিন্তু পরিবেশ ও মাঠগুলোর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া, কারণ হ্যাডলির দেশের মাঠ গুলো আকারে ছোট হলেও উইকেটের দু-দিক বেশ বড়। অনেক ক্রিকেটবোদ্ধারা মনে করেন, এলোপাথাড়ি হাওয়া এবং অদ্ভুত আকারের মাঠের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সিরিজ কাবার হয়ে যায় ভিজিটিং টিমের।

তাঁর ওপর ভারতের ওপেনার ধওয়ান ধারাবাহিক হয়, অজি সফরে পুরোপরি ব্যর্থ, রোহিতের আবার দারুণ শুরু করে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে আসার অভ্যাস রয়েছে। মোদ্দাকথা, গোটা দলটাই বিরাট নির্ভর। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের সিনিয়র ক্রিকেটার রস টেলর বলেন, কোহলি অসাধারণ ক্রিকেটার। সম্ভবত ওই বিশ্বের সেরা ওয়ান ডে ক্রিকেটার। তাই ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত থাকাই আমাদের বোলারদের প্রধান লক্ষ্য। একথা ভুললে চলবে না ভারতীয় দলে দুজন দুর্দান্ত ওপেনার রয়েছে। কোহলি নামার আগে রোহিত-ধওয়ান কাজ শুরু করে দেয়। ধওয়ানের রেকর্ডও সমীহ করার মতই। আমি নিশ্চিত বোল্ট-সাউদিরা রোহিত-শিখরের জন্যও ঠিকঠাক স্ট্র্যাটেজি নিয়ে নামবে। ভারতের প্রধান সমস্যা চার নম্বরে ব্যাটিং করবে কে! বিশ্বকাপের জন্য অম্বাতি রায়াডু ভাবা হলে তিনি অজি সফরে দলের প্রত্যাশা পূরণে ডাহা ফেল, অগত্যা শেষ ম্যাচে তাঁকে বসিয়ে ধোনিকে চার নম্বরে পজিশনে খেলানো হয়েছিল। হয়তো কিউয়ি সিরিজে ধোনিকেই চার নম্বর পজিশনে খেলতে দেখা যাবে। লোয়ার অর্ডারে কেদার-বিজয় শঙ্কর-জাদেজা খেলবে আপাতত প্রথম ম্যাচে।

ভারতীয় দলের তরুপের তাস হতে যাচ্ছে দুই রিস্ট স্পিনার চাহাল-কুলদীপ। তাদের খেলতে যথেষ্ট বিপাকে পড়তে হতে পারে কিউয়িদের। পেস বোলিং বিভাগে ভরসার অপর নাম ভুবি তো রয়েছে, পাশাপাশি সামিও একদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়ে দারুণ বল করছেন। তৃতীয় পেসার সমস্যা কিছুতেই মিটছে না খলিল-সিরাজ গড়পরতা বোলার। অগত্যা বিশ্বকাপে তৃতীয় বোলার হিসেবে সামি নাম রীতিমতো ভাবতে শুরু করে দিয়েছে ভারতীয় শিবির। ওদিকে নিউজিল্যান্ডের টিমে ওপেনিং হিসেবে শুরু করবে বিধ্বংসী ডুয়ো মুনরো-গাপ্টিল। মিডল অর্ডারে ক্যাপ্টেন কেন, রস টেলর যিনি দুরন্ত ফর্মের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, হেনরি নিকোলসের মতো ব্যাটসম্যান, সিফার্টের মত মারকাটারি উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। স্পিনার হিসেবে মজুত রয়েছে স্যান্টনার, ইশ সোদি যারা অতীতে ভারতকে ভুগিয়েছে। পেস বোলিং ব্রিগেড বিশ্বের অন্যতম সেরা বোল্ট-সাউদি ও টো-ক্যারাশার লকি ফাগুসর্ন দোসর হিসেবে ম্যাট হেনরি সমৃদ্ধ। সবদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় ভারত-নিউজিল্যান্ডের মধ্যে শুরু হতে চলা একদিনের সিরিজ হতে চলেছে সবচেয়ে উত্তেজক, রোমাঞ্চকর, নেল-বাইটিং। বিরাট কোহলি জানিয়েছেন, ফ্লেমিংয়ের দেশেও নিজেদের ছন্দ ধরে রাখতে বদ্ধ পরিকর। নিউজিল্যান্ডের এখনকার উইকেট ব্যাটসম্যানদের কাছে স্বর্গরাজ্য। তাহলে ওয়ান ডে সিরিজে এখন দেখার 'হু ইজ দ্য কিং অফ ক্রিকেট '! ক্যাপ্টেন হট না ক্যাপ্টেন কেন।

চেন্নাই ও ইস্টবেঙ্গল অন্যদের থেকে এগিয়ে, মত অ্যারোজ কোচের

স্টাফ রিপোর্টার: দলগত শক্তির বিচারে আই লিগের বাকি দলগুলেরা মধ্যে ইস্টবেঙ্গল ও চেন্নাই সিটি এফসিকে এগিয়ে রাখলেন ইন্ডিয়ান অ্যারোজ কোচ ফ্লয়েড পিন্টো। ফেডারেশনের দল ইন্ডিয়ান অ্যারোজ দেশের ফুটবলের ভবিষ্যৎ। সিনিয়র পর্যায়ে মানিয়ে নিতে আই লিগের মূল পর্বে তাদের খেলানো হচ্ছে। দলের বেশিরভাগ ফুটবলার অনূর্ধ্ব-১৭ বিশ্বকাপে খেলেছে। অন্য দলগুলো যখন বিদেশি নির্ভর, তখন ইন্ডিয়ান অ্যারোজ ভারতীয় ফুটবলারদের উপর আস্থা রাখছে। শুধু তাই নয়, প্রতিটি ম্যাচে প্রতিপক্ষকে কঠিন চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করাচ্ছে তারা। নিজের দলের পারফরম্যান্সের প্রশংসার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান অ্যারোজ কোচ বলেছেন, লিগের বাকি দলগুলেরা সঙ্গে খেলায় আমাদের অভিজ্ঞতায় বাড়ছে। পাশাপাশি এই বছরের আই লিগে খেলার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানান, চেন্নাই সিটি এফসি এবং ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণভাগ অন্য দলগুলোর তুলনায় ভাল। পিন্টো মনে করেন, দুই দলেরই বিদেশিরা ভাল মানের। শুধু তাই নয়, এই দুই দলের ভারতীয়রাও ভাল মানের। বিদেশিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারফরম্যান্স করে চলেছে। এর ফলে আখেরে লাভ হচ্ছে দল ও সংশ্লিষ্ট ফুটবলারের। আই লিগের পয়েন্ট টেবলে ৩০ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে রয়েছে চেন্নাই সিটি এফসি।

২২ পয়েন্ট নিয়ে চার নম্বরে ইস্টবেঙ্গল। আলেয়ান্দ্রো মেনেনদেসের দল উপরের তিন দলের তুলনায় একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ২৭ জানুয়ারি তাদের প্রতিপক্ষ মোহনবাগান। ভারতীয় ফুটবলে ডার্বির আগে তৃতীয় কোনও দলের কোচের কাছ থেকে প্রশংসা নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গলকে মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে। ইন্ডিয়ান অ্যারোজ কোচের প্রশংসা ইস্টবেঙ্গলের মনোবল বাড়ানোর পক্ষে যথেষ্ট।

অভূতপূর্ব মাইলফলক নীল মাঞ্চেস্টারের

মাঞ্চেস্টার, ২১ জানুয়ারি : সবে বছরের শুরু। চলতি মরশুম শেষ হতে ঢের দেরি। এরই মাঝে ইউরোপিয়ান ফুটবলে অনবদ্য একটা মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলল পেপ গুয়ার্দিওয়ালা ম্যান সিটি। রবিবার প্রিমিয়র লিগের ম্যাচে হাডার্সফিল্ডকে ৩-০ গোলে হারানোর পথে চলতি মুরশুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে একশো গোলের সীমানা ছাপিয়ে গেল ম্যান সিটি।

ম্যাচের ১৮ মিনিটে দলের ১৭ নং ফুটবলার হিসাবে চলতি মরশুমে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে গোলের খাতা খোলেন দানিলো। সেটি ছিল এই মরশুমের ক্লাবের ১০০ তম গোল। ৫৪ ও ৫৬ মিনিটে পরের দুটি গোল আসে স্টার্লিং ও সানের পা থেকে। এই জয়ের সুবাদে ম্যান সিটি ২৩ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে ইপিএলের লিগ টপার হওয়ার দৌড়ে তাড়া করছে লিভারপুলকে। সুতারং চলতি মরশুমে ইতিমধ্যেই ম্যান সিটি ১০২ বার বল জড়ায় প্রতিপক্ষের জালে। ইউরোপের সেরা পাঁচটি (ইংল্যান্ড, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, ও জার্মানি) লিগের মধ্যে প্রথম দল হিসাবে একশো গোলের মাইলস্টোন টপকে যায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

'খেলো ইন্ডিয়া'তে বাংলার মেয়েদের দাপট

স্টাফ রিপোর্টার: খেলো ইন্ডিয়াতে বাংলার মহিলা ভলিবল দলের জয়জয়কার। অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে বাংলার মেয়েরা সোনা জিতেছে। ফাইনালে মহারাষ্ট্রকে বাংলার মেয়েরা ২৫-১৩, ২৫-১৪, ২৫-১৭ পয়েন্টের ব্যবধানে পরাজিত করে। দিশা ঘোষ, মেঘা দাস, দেবাংশী তিওয়ারিরা প্রথম থেকেই দুরন্ত খেলতে থাকে। তাদের আক্রমণত্মক খেলার সামনে মহারাষ্ট্রের মেয়েরা দাঁড়াতে পারেনি। কোচ অঞ্জন ঘোষ ও মিনাক্ষী ঘোষ বলেন, পুরো প্রতিযোগিতায় বাংলার মেয়েরা ভাল খেলেছে। এই জয় সেই ভাল খেলার ফসল। শুধু বয়স ভিত্তিক বিভাগ নয়, ভলিবল খেলায় বাংলার মেয়েরা সিনিয়র বিভাগেও দাপট দেখাচ্ছে। আগামী দিনে জাতীয় দলে বাংলার বেশ কয়েকজনকে দেখা যাবে বলে কোচেরা মনে করেন।

প্রকাশক এবং মুদ্রক টি দুর্গা রাও, স্বত্বাধিকারী : আশিষ লাহা, ৯৭/২, এম জি রোড, মিডিল পয়েন্ট, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, ডলিগঞ্জ, পোর্ট ব্লেয়ার- ৭৪৪ ১০৩ থেকে মুদ্রিত ● মুখ্য সম্পাদক: বিজয় কুমার রায় ● সম্পাদক : আশিস্ লাহা*(পিআরবি আইন অনুযায়ী প্রকাশিত সমস্ত সংবাদের জন্য দায়বদ্ধ)।
Printed and published by T Durga Rao, owned by Asish Laha and published from 97/2, M. G. Road, Middle Point, Port Blair-744 101 & printed at Echo Printing Press, Dollygunj, Port Blair-744 103. **Editor-in-Chief: Vijay Kumar Roy, Editor : Asish Laha***(*responsible for selection of news under the PRB Act).